৪ যুগান্তর
মঙ্গলবার, ১৬ আষাঢ় ১৪১৬ ● Tuesday, 30 June 2009

তারিখ 30 JUN 2009
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

এমপিওভুক্তি নিয়ে অনিয়ম নয়

> অতীতে সব সরকারের আমলেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা নিয়ে রাজনীতিকীকরণ হয়েছে। হয়েছে দুর্নীতি-অনিয়মও। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছে তদবিরের মাধ্যমে

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মান্থলি পে-অর্ডার (এমপিও) গ্রহণে দুর্নীতি-অনিয়মের অভিযোগের তদন্ত শুরু হওয়ায় সঙ্গত কারণেই এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে এক ধরনের আতংক বিরাজ করছে, বিশেষ করে যেসব প্রতিষ্ঠানে এ নিয়ে অনিয়ম হয়েছে। এমপিওভুক্ত হওয়ার মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা বেতনের সরকারি অংশ পেয়ে থাকেন। বর্তমানে বেতনের শতভাগই আসে সরকারি বরাদ্দ থেকে। সেটা বন্ধ হয়ে গেলে অনেকের রুটি-রুজির পথই শুধু বন্ধ হয়ে যাবে না, বন্ধ হয়ে যেতে পারে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও। এটাই তাদের উদ্বেগের কারণ। দেশে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৫ হাজারেও বেশি। এর মধ্যে প্রায় ৫ হাজারই নাকি ঝুঁকির মুখে। এসব প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া এবং পরবর্তীকালে প্রাপ্ত অর্থের সদ্ব্যবহারে অনিয়ম, দুর্নীতি, রাজনীতিকীকরণ ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ রয়েছে। পরিদর্শনের মাধ্যমে এসব অনিয়ম চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে চায় সরকার। এমপিওভুক্তি নিয়ে অনিয়মের অবসান হোক, এটা সবারই কাম্য। এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণের অবকাশ নেই। সরকারি অর্থের সদ্ব্যবহার অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। অতীতে সব সরকারের আমলেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা নিয়ে রাজনীতিকীকরণ হয়েছে। হয়েছে দুর্নীতি-অনিয়মও। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছে তদবিরের মাধ্যমে। এমনকি শুধু এমপিও সুবিধা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ঘরে কিছু চেয়ার-টেবিল বসিয়ে স্কুল নাম দিয়ে সরকারি অর্থের বরাদ্দ নেয়ার অভিযোগও রয়েছে। শুধু সরকারি অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে নয়, শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্যও এমপিও নিয়ে সব ধরনের অনিয়ম বন্ধ হওয়া জরুরি। ভবিষ্যতে যেন আর কোন অনিয়ম না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে সরকারকেই। অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় এমপিও'র অর্থ লুটপাট বন্ধের তাগিদ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। নিয়ম অনুযায়ী এমপিও'র জন্য প্রথমে একটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন চাইতে হয়। এরপর স্বীকৃতি মিললে পাঠ্যক্রম, শিক্ষার্থী-শিক্ষক সংখ্যা, শিক্ষকদের শিক্ষার মান— এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রতিষ্ঠানটিকে এমপিওভুক্ত করা হয়। স্কুল ম্যাপিং, দূরত্ব ইত্যাদিও খতিয়ে দেখা হয়। তবে এসব নিয়ম-কানুন সব জায়গায় অভিন্ন হওয়া উচিত কিনা, তা প্রশ্নসাপেক্ষ। যেসব স্থানে শিক্ষার হার কম, সেখানে এমপিও সুবিধা বেশি দেয়া উচিত অথবা নীতিমালা কিছুটা শিথিল করা উচিত এমন মতও রয়েছে। এ বিষয়ে গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেয়া যেতে পারে। সরকার অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদকে প্রধান করে ১০ সদস্যের এমপিও প্রদান নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি গঠন করেছে। আমরা আশা করব, সব দিক বিবেচনা করে তারা এ বিষয়ে একটি ন্যায়সঙ্গত নীতিমালা প্রণয়নে সক্ষম হবেন। নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এমপিও প্রদান চার বছর বন্ধ থাকার পর সরকার আবার এ কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে। প্রস্তাবিত বাজেটে নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১১২ কোটি টাকা। ২০০৫ সালের পর থেকে নতুন এমপিওভুক্তির জন্য আবেদন পড়েছে নাকি কয়েক হাজার। যথাযথ মাপকাঠি ব্যবহার করেই এসব আবেদন বিবেচনায় নিতে হবে। সরকার ইতিমধ্যে বেশ কিছু বেসরকারি স্কুলের এমপিও বাতিল করেছে এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় খারাপ ফল করায়। এসব স্কুলের কোন কোনটিতে একজন পরীক্ষার্থীও পাস করেনি। বোঝা যায়, এ স্কুলগুলো এমপিওভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে যথাযথ মাপকাঠি অনুসরণ করা হয়নি। এ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা সরকারি অর্থের অপচয় ছাড়া কিছু নয়। ভবিষ্যতে এমপিওভুক্ত প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। এমপিওভুক্তিকরণে অনিয়ম দূর করেই তা করতে হবে।